(খ) দ্রব্য সম্পর্কে বার্কলের অভিমত (Berkeley's view of Substance) :

দ্রব্য কী ?

অভিজ্ঞতাবাদী বার্কলেও দ্রব্যকে গুণের আধার বা আশ্রয় বলেছেন। দ্রব্য গুণের আধার হলে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কেননা গুণের আধাররূপে জড়দ্রব্যের

Scanned by CamScanner

প্রত্যক্ষ হয় না। 'জড়দ্রব্য' বলে বস্তুত কিছু নেই।

জড়দ্রব্য অস্বীকার করার যুক্তি কী ?

বার্কলের মতে, **অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর**—Esse est percipi। সেটাই 'আছে' বলা যাবে যাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না তার সম্পর্কে 'আছে' বলা যায় না। 'যার প্রত্যক্ষ-অনুভব নেই, তা নেই'—এমন বলাই সঙ্গত। বাহ্যজগতে আমাদের কেবল গুণেরই প্রত্যক্ষ-অনুভব হয় ; তাহলে গুণগুলি আছে। গুণ অতিরিক্তভাবে 'কোনো কিছুর' অর্থাৎ গুণের আধার হিসাবে জড়দ্রব্যের প্রত্যক্ষ অনুভব হয় না ; তাহলে জড়দ্রব্য নেই। 'দ্রব্য হল গুণের অজ্ঞাত আধার'—লকের এমন উক্তি অভিজ্ঞতাবাদের দিক থেকে স্ববিরোধী এবং অর্থহীন। বার্কলের মতে, 'জড়দ্রব্য' বলতে কেবল 'গুণসমষ্টিকেই' বোঝায়।

'জড়দ্রব্য' একটা নাম মাত্র, বিশেষ ধরনের গুণগুচ্ছের নাম। জড়দ্রব্য বলে কিছু না থাকলেও দ্রব্যবাচক শব্দ ব্যবহার না করলে চলে না। কমলালেবু এক বিশেষ গুণগুচ্ছ, তেমনি কলমও এক বিশেষ গুণগুচ্ছ। একটি গুণগুচ্ছকে অন্য গুণগুচ্ছ থেকে ভিন্ন করার জন্যই আমরা দ্রব্যবাচক 'কমলালেবু' এবং 'কলম' শব্দদুটি (নাম দুটি) ব্যবহার করি।

জড়দ্রব্যকে অস্বীকার করলেও **বার্কলে চেতনদ্রব্য বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন।** অস্তিত্ব যদি প্রত্যক্ষ-নির্ভর হয় (বার্কলে যা বলেছেন) তাহলে প্রত্যক্ষ-কর্তারূপে আত্মার অস্তিত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। আত্মা হল স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ আত্মাই আত্মার অস্তিত্বকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়ে দেয়। আত্মা সম্পর্কে আত্মার এইরকম সাক্ষাৎ জ্ঞানকে বার্কলে 'notion' বলেছেন।

এই আত্মা আবার বার্কলের মতে, দুই ধরনের—**জীবাত্মা এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর। ঈশ্বররূপ আত্মার কাছে যা ধারণা তাই জীবাত্মার কাছে (ব্যক্তিমনের কাছে) বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়।** বৃক্ষ পর্বত ইত্যাদিকে আমরা বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করলেও আসলে সেসবই ঈশ্বরের মনে ধারণা হয়ে থাকে।

বার্কলে দুটি দ্রব্যের অস্তিত্ব মানেন—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা (ঈশ্বর)

সমালোচনা (*Criticism*) :

দ্রব্য সম্পর্কে বার্কলের অভিমতও গ্রহণ করা যায় না, কেননা—

প্রথমত, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর'—এই যুক্তিতে বার্কলে জড়দ্রব্যের 'অস্তিত্ব' অস্বীকার করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে 'বস্তুজ্ঞান' প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল হলেও **বস্তুর 'অস্তিত্ব'** প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে না। 'টেবিলটাকে না দেখলে আমার টেবিলের **জ্ঞান** হয় না'—এমন বলার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু 'আমি না দেখলে **টেবিল নেই**'—এমন বললে দোষ হয়, কেননা আমার দেখার বাইরে টেবিল থাকতে পারে। আমি যখন ঘরে থাকিনা তখন আমার ঘরের টেবিলটাকে অন্য কেউ দেখে বলতে পারে যে সেটা 'আছে'।

দ্বিতীয়ত, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর', এমন বলার পরিবর্তে 'প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব-নির্ভর' এমন বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত এবং নব্য-বস্তুবাদীরা এমন কথাই বলেন। বস্তুবাদীদের মতে, 'আমি দেখি বলে গাছটা আছে' এমন না বলে এটাই বলতে হয় যে 'গাছটা ছিল বলেই আমি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।' আগে বস্তুর অস্তিত্ব, পরে বস্তু-প্রত্যক্ষ।

Scanned by CamScanner

তৃতীয়ত, লকের দ্রব্যতত্ত্বের অসংগতি দেখিয়ে বার্কলে তাঁর নিজের মতবাদকেও সেই একই দোষে দুষ্ট করেছেন। অপ্রত্যক্ষগোচর জড়দ্রব্যকে স্বীকার করে লক্ যে দোষ করেছেন, অপ্রত্যক্ষগোচর জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে স্বীকার করে বার্কলে সেই একই দোষে নিজের মতবাদকে দুষ্ট করেছেন। অপ্রত্যক্ষগোচর জড়দ্রব্যকে স্বীকার করে লক্ যেমন অভিজ্ঞতাবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, অপ্রত্যক্ষগোচর আত্মাকে (আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভবে জানা যায় না) স্বীকার করে বার্কলেও অভিজ্ঞতাবাদের বিরোধিতা করেছেন।

চতুর্থত, বস্তুজগতের স্থায়িত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য বার্কলে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনেছেন, তা তাঁর মূল বক্তব্য 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর'-এর সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন হতে পারেনি। ঈশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, কাজেই বার্কলের মূল তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বরকে 'অস্তিত্বশীল' বলা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর'-এই অভিমত থেকে বার্কলে ন্যায়সম্মতভাবে যা বলতে পারেন তা হল—'কোনো দ্রব্য নেই'।

Scanned by CamScanner